দৈনিক বাংলা

0 006

তারিখ ... 2.12.84 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ১৯৮৫ পালনের লক্ষ্যে সরকার বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য আরো ব্যবস্থা নিয়েছেন। সম্প্রতি সাত ক্ষীরার তালায় যুবকদের একটি আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প পরিদর্শনকালে একথা বলেছেন যুব প্রতিমন্ত্রী জনাব শফিকুল গনি স্বপন। তিনি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও জাতি-গঠনে যুবকদের সক্রিয় অংশ-গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আন্তর্জাতিক যুববর্ষ পালন এবং এই বর্ষ উদযাপনের ব্যাপার টিকে অর্থবহ এবং সফল করে তোলা প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আনুষ্ঠানিকভাবে যুব বর্ষ পালনই বড় কথা নয়, আসল কথা হলো এই বর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যথা সম্ভব বাস্তবায়ন এবং দেশের যুবশক্তি যাতে উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারে, তার পথ তৈরি করা। এদিক থেকে দেখতে গেলে, আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ১৯৮৫ পালনের লক্ষ্যে সরকার বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্যে আরো ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে যুবপ্রতিমন্ত্রী যে-তথ্য প্রকাশ করেছেন, তার সফল বাস্তবায়নই একান্তভাবে কাম্য। এই বর্ষ পালন উপলক্ষে যদি দেশের অধিকসংখ্যক বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলা যায়, তা হলে সেটা হবে খুবই বড় কাজ।

আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ১৯৮৫ বিশ্বের দেশে-দেশে যথাযথভাবে উদযাপিত হবে, এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি আমাদের দেশেও এই বর্ষ পালনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হোক, এটাও একান্তভাবে কাম্য। আমাদের দেশ জনবহুল এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, এ দেশে বেকারের সংখ্যাও বিপুল। বস্তুতঃ, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দারিদ্র্যপ্রপীড়িত এবং অনগ্রসর ও জনবহুল দেশেরই এটা এক সাধারণ নিয়তি। যুগ-যুগান্তের শোষণ-বঞ্চনা, সম্পদের সুষম বন্টনের অভাব, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট নানা ধরনের দুর্যোগ, এবং কর্মবর্ধমান জনসংখ্যাই ব্যাপক দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বড় কারণ হয়ে আছে। আমাদের এই জনবহুল দেশের বিপুল সংখ্যক বেকারের একটা বড় অংশই হলো যুব-শ্রেণী। কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার অভাবে, এবং শিক্ষা ও নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকার কারণেও বিপুল সংখ্যক যুবককে বেকার জীবনযাপন করতে হচ্ছে, এবং তারা উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে না।

আমাদের মতো দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থেই জনশক্তিকে কাজে লাগানো, এবং তারা যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে, কাউকে যাতে কর্মহীন ও বেকার জীবনযাপন করতে না হয়, তার ব্যাপক ব্যবস্থা করা দরকার এবং এ জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও বাঞ্ছনীয়। যুবসমাজ শুধু দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই নয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। তাদের রয়েছে কর্মশক্তি, এবং মেধা ও প্রতিভা। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এই মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এবং তাদের কর্মশক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো গেলে, শুধু নিজেদের এবং পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, জাতীয় উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতেও তারা রাখতে পারে বিরাট অবদান। বস্তুতঃ, যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, আমাদের মতো জনবহুল, দারিদ্র্য প্রপীড়িত ও উন্নয়নশীল দেশে বয়স্কদের পাশাপাশি যুবসমাজ—বিশেষ করে বেকার যুবকদের কর্মশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

নিরক্ষর হোক আর শিক্ষিতই হোক বেকারমাত্রই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিক থেকে বোঝা স্বরূপ, এবং নানা সমস্যার উৎসও বটে। শিক্ষিত বেকার তো বাস্তব কারণেই আরও বড় বোঝা এবং সমস্যা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যেমন, জাতীয় ক্ষেত্রেও তেমনি বেকার বড় বোঝা এবং সমস্যা হয়েই থাকে। আর বেকার যুবকের সংখ্যা যদি বেশি হয় তা হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং জাতীয় পর্যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যাই আরও বাড়ে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে যেক্ষেত্রে এই বিপুল জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় স্তরে বিশেষ অবদান রাখতে পারতো, তারাই বেকারত্বের কারণে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার অভাবে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বোঝা এবং সমস্যায় পরিণত হয়।

এই অবস্থার যাতে অবসান ঘটে কর্মসংস্থানের যাতে সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, এবং দেশের যুবশক্তিকেও ব্যাপকভাবে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির কাজে লাগানো চলে, সেজন্যেই দরকার আমাদের মতো জনবহুল, দারিদ্র্য প্রপীড়িত ও উন্নয়নশীল দেশে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া। আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণেও অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কোনরূপ শিক্ষা লাভই সম্ভব হয় না। বস্তুত, বৃহত্তম সংখ্যক লোক শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত বলেই, যুবসমাজের মধ্যেও নিরক্ষরের সংখ্যা বিপুল। শিক্ষার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার অভাবে যেমন, নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের অভাবেও তেমনি যুবকদের একটা বিরাট অংশকেই বেকার থাকতে হয়। অথচ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে তুলতে পারলে, শিক্ষিত ও নিরক্ষর নির্বিশেষে বেকার যুবকদের জন্যেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

যুবকদের বিভিন্ন টেড্রে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন টেড্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে যুবপ্রতিমন্ত্রী যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। মন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুবকরা এসব টেড্রে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। বস্তুত, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের বড় অভীষ্ট লক্ষ্য। যুবকদের বিভিন্ন টেড্রে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী করে তুলতে পারলে, আমাদের এই মূল্যবান জনশক্তি শুধু নিজেদের এবং পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, জাতীয় উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতেও বিশেষ অবদান রাখতে পারবে বলেই আশা করা যায়। বিভিন্ন টেড্রে প্রশিক্ষণ এবং কাজ করার সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের যুবসমাজ—বিশেষ করে বেকার যুবকরাও যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে, তা পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য। কেননা, প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ফলে, দেশের বহু বেকার যুবকই বিভিন্ন টেড্রের মাধ্যমে স্ব কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথ করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের দেশে শিক্ষা লাভ—বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা যেমন সীমিত, তেমনি সীমিত সরকারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ-সুবিধা। বস্তুতঃ, কৃষি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত নয়, বরং কর্ম প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় তা একেবারেই সংকীর্ণ। বাস্তব কারণেই দেশে শিক্ষিত ও নিরক্ষর বেকার তথা কর্মহীনের সংখ্যা বিপুল। তবুও, বিভিন্ন টেড্রে প্রশিক্ষণ না থাকার দরুণ, এবং কারিগরি ও পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাবেই অধিকাংশ কর্মহীনকে সরকারী—বেসরকারী চাকরি লাভের প্রত্যাশায়ই থাকতে হয়, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, এবং প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবও অনেকক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুবসমাজ স্বভাবতই উদ্যোগী এবং নানা ধরনের অন্তরায়ের সাথে লড়াই করেই এগিয়ে যেতে উৎসাহী ও অভ্যস্ত। তাদের অধিক সংখ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন টেড্রে দক্ষ করে তুলতে পারলে, সেটাই হবে এক বড় পুঁজি, এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবলম্বন ও হাতিয়ার। আর এরি সাহায্যে তারা বেকারত্বও ঘুচাতে পারবে।

—নাগরিক